নয়া দিগন্ত

ঢাবি প্রশাসনের জরুরি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ভিসি ড. নিয়াজ আহমেদ খান (ইনসেটে) নিহত সাম্য ■ নয়া দিগন্ত

The Country Today

Suharwardy Udayn gate closed

DU declares mourning day today following student's death

DU Correspondant

Dhaka University has declared Thursday (May 15) as a mourning day following the death of Shahriar Alam Samya, a meritorious student of the Institute of Education and Research. All classes and examinations will remain suspended until 1:00 PM on that day.

However, administrative offices will operate as usual. The decision was made at an emergency meeting held on Wednesday with DU Vice-Chancellor Prof Dr Niaz Ahmed Khan in the chair.

Suhrawardy Udyan gate permanently closed : Continued to page 2

DU declares mourning

In a related development, the university administration held another emergency meeting on Thursday afternoon to discuss overall campus security and the situation around Suhrawardy Udyan, adjacent to TSC.

যুগান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার প্রতিবাদে বুধবার রাজু ভাস্কর্যের সামনে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ যুগান্তর

ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতা সাম্য হত্যা

প্রতিবাদে উত্তাল ঢাবি

যুগান্তর প্রতিবেদন ও ঢাবি প্রতিনিধি

শাহরিয়ার আলম সাম্য

ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি, একদিনের শোক, তদন্ত কমিটি গঠন

থানায় মামলা, গ্রেফতার ৩ জন কারাগারে

গভীর রাতে ছুরিকাঘাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যায় শোক, ক্ষোভ আর প্রতিবাদে বুধবার দিনভর উত্তাল ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ জেলা-উপজেলায় বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। সাম্য হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে মঙ্গলবার রাতেই শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তারা বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে মিছিল নিয়ে রাজপথে নেমে আসেন। সাধারণ শিক্ষার্থী, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাত এবং বুধবার দিনভর বিক্ষোভ করেন। তারা সকালে ঘেরাও করেন ভিসির বাসভবন। ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান ও প্রক্টর সাইফুদ্দিন আহমেদের পদত্যাগের দাবি করেন। এ হত্যার ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। একই সঙ্গে একদিনের শোক ঘোষণা করা হয়েছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয় শোক দিবস পালন করবে।

এদিকে বুধবার রাত ১০টার দিকে সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়নের সড়াতৈল গ্রামে মা ও দাদির কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন সাম্য। এরআগে তার জানাজায় অংশ নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সহপাঠী, দলীয় নেতাকর্মী ও আত্মীয়স্বজনসহ হাজারো মানুষ। এ সময় অনেকে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চের কাছে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী এসএম শাহরিয়ার আলম সাম্য (২৫)। এ ঘটনায় একই ইনস্টিটিউটের বায়েজিদ ও রাফি ছুরিকাহত হয়েছেন। স্যার এএফ রহমান হল শাখা ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন সাম্য। জুলাই আন্দোলনে সাম্য সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন বলে মন্তব্য করেন এনসিপির নেতারা। সাম্যের গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে। তার বাবার নাম মো. ফখরুল আলম। এদিকে নিহতের বড় ভাই শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে মঙ্গলবার রাতেই শাহবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়। পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেফতার করে। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে। নিহতের বাবার দাবি, তার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে সাম্য হত্যার প্রতিবাদে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি চত্বরের সামনে কালো ব্যাজ ধারণ করে অবস্থান কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।

এছাড়া জুলাই ঐক্য এ হত্যার বিচারসহ তিন দফা দাবিতে আইজিপি বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। এর আগে বুধবার বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে সাম্যের লাশের ময়নাতদন্ত হয়। পরে ঢাবি ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হয় লাশ। এ সময় তার সহপাঠী, বন্ধুবান্ধবরা কান্নায় ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

● প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধুর বর্ণনায় সাম্য হত্যাকাণ্ড ⏩ পৃষ্ঠা ২ ● দাঁড়ায়ে আছি আমাকে মার বেটা মার : উপাচার্য ⏩ পৃষ্ঠা ১৬

প্রতিবাদে উত্তাল ঢাবি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভেঙে পড়েন। একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায়। বাদ জোহর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে ফ্রিজিং অ্যাম্বুলেন্সে লাশ সিরাজগঞ্জে গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়।

এছাড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম ও এনসিপি দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ সাম্যের ঘাতকদের শাস্তির দাবি জানান। জুলাই আন্দোলনে সাম্য সম্মুখসারির যোদ্ধা ছিলেন বলে মন্তব্য করেন।

সাম্য নিহতের খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাত থেকেই ছাত্রদল, জুলাই ঐক্য ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। একপর্যায়ে তারা ভিসির সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়ান। বুধবার দুপুরে সাম্য হত্যার বিচার দাবি, ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে ছাত্রদল। সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির সাম্যের খুনিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেন।

ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি : বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাম্য মঙ্গলবার রাত পৌনে ১২টায় দুই বন্ধুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ক্যাম্পাসে ফিরছিলেন। রমনা কালীমন্দিরের উত্তর পাশে বটগাছসংলগ্ন পুরোনো ফোয়ারার কাছে আসার পর অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন তাদের মোটরসাইকেল দিয়ে শাহরিয়ারের মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের বাগবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে তারা শাহরিয়ার ও তার বন্ধুদের ইট দিয়ে আঘাত করে। একজন সাম্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ডান পায়ের উরুর পেছনদিকে আঘাত করে। এতে সাম্য গুরুতর আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান। এ সময় দুর্বৃত্তরা সাম্য ও তার বন্ধুদের ভয় দেখানোর পাশাপাশি হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। পরে শাহরিয়ারকে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ : বুধবার দুপুরে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল ঢাবি ক্যাম্পাসের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। এ সময় কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, সাম্যকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, এ ঘটনা প্রমাণিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আর নিরাপদ নয়। এর আগেও মানসিক ভারসাম্যহীন তোফাজ্জলকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে আমরা দেখেছি। ঢাবি প্রশাসন নিরাপত্তা দিতে চরমভাবে ব্যর্থ দাবি করে তিনি বলেন, প্রক্টর শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার পদত্যাগ দাবি করছি। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হিসাবে উপাচার্যও দায় এড়াতে পারেন না। তাই তারও পদত্যাগ দাবি করছি। তিনি বলেন, মঙ্গলবার রাতে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছেন। তাই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। নাছির উদ্দিন বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করছি। অনতিবিলম্বে সাম্যের হত্যার বিচার দাবি করছি। প্রতিটি হল থেকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের দাবি জানান তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনেও আওয়ামী লীগের অনেক দোসর রয়েছে দাবি করে তাদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি করেন।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শিক্ষার্থী সাম্যকে হত্যার পর এখন পর্যন্ত ভিসি ও প্রক্টরের কাছ থেকে কোনো ধরনের স্পষ্ট বিবৃতি আমরা পাইনি। এই প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিচার করা। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোনো স্পষ্ট অবস্থান আমরা দেখতে পাইনি। আমাদের মনে হয়, তাদের দ্বারা কখনো সাম্য হত্যার বিচার করা সম্ভব না। উপাচার্য ড. নিয়াজ আহমেদ খান ও প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদের পদত্যাগ দাবি করে রাকিব বলেন, আমরা আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করব। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে যে পদত্যাগের দাবি জানানো হয়েছে, আমরা আশা করব ভিসি ও প্রক্টর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমরা রাজপথে অবস্থান নিয়ে আমাদের দাবি আদায় করব। হুঁশিয়ারি দিয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি বলেন, আগামী দিনে ঢাকাসহ সারা দেশে একজন ছাত্রদল নেতা যদি হামলার শিকার হয়, তাহলে আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পদত্যাগ দাবি করব।

আমার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে : বুধবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গের পাশে বসেছিলেন সাম্যর বাবা ফখরুল আলম। তিনি ছেলের স্মৃতিচারণ করে বলেন—গত পরশু ছেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম। তখনও সে আমাকে বলল, বাবা তুমি চিন্তা করো না, আমি ভালো আছি। এরপর কাল রাতেই আমার ছেলের মৃত্যুর খবর এলো। তিনি বলেন, আমার ছেলে খুবই শান্ত স্বভাবের ছিল। কারোর সঙ্গে কোনো ঝামেলায় জড়াত না। বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে সে হলেও থাকতে পারেনি; ওর বড় ভাই ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা ছিল এটাই ছিল তার অপরাধ। ৫ আগস্টের পর সে হলে সিট পেয়েছে। মঙ্গলবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে শুধু বাইকে ধাক্কা লাগার মতো তুচ্ছ কারণে এমন ঘটনা তারা ঘটায়নি। ওকে মেরে ফেলার জন্য পরিকল্পিতভাবেই এটি করেছে। আমি আমার ছেলে হত্যার সর্বোচ্চ বিচার চাই। যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো বাবার বুক খালি না হয়। এ সময় সাম্যর অন্য স্বজন ও সহপাঠীদের আহাজারি আর আর্তনাদে মর্গ এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। বেলা ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে সাম্যর লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। এর আগে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আবুল কালাম। তিনি উল্লেখ করেন, সাম্যর ডান পায়ের রানের পেছনের অংশে কাটা জখম রয়েছে। এ ছাড়া পিঠের মাঝ বরাবর লালচে দাগ রয়েছে।

থানায় মামলা, গ্রেফতার ৩ : মঙ্গলবার রাতে নিহত সাম্যর মেজো ভাই শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে ১০ থেকে ১২ জনকে আসামি করে রাতেই একটি হত্যা মামলা করেছেন। ওইদিন রাতেই শাহবাগ থানা পুলিশ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার তিনজন হলেন—মাদারীপুর সদরের এরশাদ হাওলাদারের ছেলে মো. তামিম হাওলাদার (৩০), কালাম সরদারের ছেলে পলাশ সরদার (৩০) ও ডাসার থানার যতীন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে সম্রাট মল্লিক (২৮)। তাদের আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করে পুলিশ। শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ খালিদ মনসুর বলেন, গ্রেফতার তিনজনই ভাসমান হকার। হত্যার ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা পাওয়ায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এরা জানিয়েছে, তিনজন ফার্মগেটের ফুটপাতে গেঞ্জির ব্যবসা করত। প্রায় ২০ দিন আগে ওই মাদারীপুর থেকে ঢাকায় আসে। ঘটনায় আহত হয়ে দুজন শেরেবাংলা নগর থানা এলাকার একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়েছিল সেখান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

সাম্য হত্যার ঘটনায় তিনজন কারাগারে : ঢাবি ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য (২৫) হত্যা মামলায় গ্রেফতার তিনজন আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জামসেদ এ আদেশ দেন। এদিন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার এসআই তৌফিক হাসান তাদের আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত তা মঞ্জুর করে আদেশ দেন। কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন, মাদারীপুর সদরের এরশাদ হাওলাদারের ছেলে মো. তামিম হাওলাদার (৩০), কালাম সরদারের ছেলে পলাশ সরদার (৩০) ও ডাসার থানার যতীন্দ্রনাথ মল্লিকের ছেলে সম্রাট মল্লিক (২৮)। মঙ্গলবার (১৩ মে) রাতে রাজধানীর রাজাবাজারসহ কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

৭ সদস্যের কমিটি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনা তদন্তে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কমিটিকে ৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুর্বৃত্তদের হামলায় সাম্যর মৃত্যুর ঘটনা তদন্তে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে সাত সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইকরামুল হক, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক তৈয়েবুর রহমান, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. সিরাজুল ইসলাম এবং ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার। সহকারী প্রক্টর শাহরীন রফিককে কমিটির সদস্য-সচিব করা হয়েছে। ডেপুটি রেজিস্ট্রার (তদন্ত) সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

শোক ঘোষণা : শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য নিহত হওয়ার ঘটনায় বৃহস্পতিবার (১৫ মে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শোক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন অর্ধদিবস বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি। এর আগে দুপুর ২টার পর সেখানে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন অন্তর্বর্তী সরকারের যুব ও ক্রীড়া এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বৈঠক শেষে ভিসি বলেন, শাহরিয়ার আলম সাম্যের স্মৃতির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আগামীকাল শোক দিবস পালন করবে বিশ্ববিদ্যালয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এদিন অর্ধবেলা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।

আইজিপিকে স্মারকলিপি : তিন দফা দাবিতে জুলাই ঐক্য পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। বুধবার বিকালে শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুরের হাতে এই স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন ঢাবি শিক্ষার্থী এবি জুবায়ের ও মোসাদ্দেক ইবনে আলী। দাবিগুলো হচ্ছে—সাম্য হত্যার দৃষ্টান্তমূলক বিচার, নিরাপদ ক্যাম্পাস এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দুটি গেট স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে হবে।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার স্ট্যাটাস : ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার ঘটনায় নিজের ফেসবুকে আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার দুপুরে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি সাম্য হত্যার বিষয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। পোস্টে তিনি শুধু একটি প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশই করেননি, বরং গোটা উদ্যান এলাকাকে নিরাপদ করতে নিজের অগ্রণী ভূমিকা পালনের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেছেন। সাম্যর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আসিফ মাহমুদ লিখেছেন, ২০১৯ সালের দিকে ক্যাম্পাসে গেস্টরুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিংবা শিক্ষার্থীদের যে কোনো যৌক্তিক দাবির আন্দোলনে আমাদের সঙ্গে যেসব মুখ সব সময় দেখা যেত, সাম্য তাদের একজন। প্রথমবর্ষ থেকেই সাম্য ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং অসম্ভব ভদ্র একজন ছেলে। সেই ছোট ভাই সাম্য আজ আর আমাদের মাঝে নেই, এটা মেনে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর। তিনি বলেন, হত্যাকারীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা হবে। তবে শুধু ব্যক্তি নয়, উদ্যানকেন্দ্রিক অপরাধ চক্র, মাদক চক্র এবং উদ্যানের অনিরাপদ পরিবেশও এ ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী।

মায়ের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত সাম্য : বেলকুচি-চৌহালী (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, বুধবার রাত ১০টার দিকে বেলকুচি উপজেলার ধুকুরিয়াবেড়া ইউনিয়নের সড়াতৈল গ্রামের জামাতুল বাকি কবরস্থানে মা ও দাদির কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন সাম্য। এরআগে সড়াতৈল মক্তাব মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহবুব মোর্শেদ ও বায়েজিদ সুমন, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু ও সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা মোস্তফা জামানসহ সহস্রাধিক মানুষ অংশ নেন। এ সময় সাম্যের বড় ভাই আহসান হাবিব হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। নাহিদুজ্জামান শিপন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকার সাম্যকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। আমরা এই হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানাই। এতে প্রশাসন ব্যর্থ হলে আন্দোলনের মাধ্যমে তা আদায় করতে বাধ্য হব।

এরআগে সন্ধ্যা পৌনে ৭টার দিকে গ্রামের বাড়িতে সাম্যের লাশবাহী গাড়ি গ্রামে পৌঁছে। এ সময় তাকে শেষবারের মতো দেখতে আশপাশের বহু মানুষ ভিড় করেন। স্বজনদের কান্নায় ভারি হয়ে ওঠে চারপাশ। জানা গেছে, সাম্যের মা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট। সাম্যের বড় চাচা ডা. কাউসার আলম বলেন, মঙ্গলবার রাত ১টার দিকে জানতে পারি সাম্যকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে খুন করা হয়েছে। জানি না কোন অপরাধে আমরা ভাতিজাকে হত্যা করা হলো।

সাম্য হত্যায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে স্থানীয় ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম বলেন, সাম্য উল্লাপাড়া মেমোনা আলী বিজ্ঞান স্কুলের অত্যন্ত মেধাবী শিক্ষার্থী ছিল।

পারিবারিক সূত্র জানায়, সাম্যের বাবা ফকরুল আলম ফরহাদ ঢাকার মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকায় একটি বহুতল ভবনের সপ্তমতলায় পরিবার নিয়ে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে থাকেন সাম্যের চাচারা।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The Daily Star

Teachers and students of Dhaka University demonstrate near the vice-chancellor's residence yesterday, demanding justice for Shahriar Alam Shammo, a Chhatra Dal activist who was murdered near Suhrawardy Udyan on Tuesday night. PHOTO: AMRAN HOSSAIN

রুপালী বাংলাদেশ

ঢাবির ছাত্র শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার বিচার দাবিতে বুধবার ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ◆ রুপালী ফটো

যায়যায়দিন

বন্ধ হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের টিএসসি গেট

স্থাপিত হবে পুলিশ বক্স : চলবে অভিযান

■ যাযাদি ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের গেট স্থায়ী ভাবেবন্ধ হচ্ছে। সেখানকার বিভিন্ন ভাসমান দোকানও তুলে দেয়া হবে। এ ছাড়া মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধ ঠেকাতে একটি পুলিশ বক্স স্থাপন এবং নিয়মিত বিরতিতে রেইড (অভিযান) পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন- স্থানীয় সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। তিনি জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে রমনা পার্কের মতো পরিচালনা করার পরিকল্পনা চলছে। আসিফ বলেন, এটিকে রমনা পার্কের মতো পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা হবে। কীভাবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে রূপান্তর করা যায়, যেখানে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ থাকবে- যেমন রাত ৮ বা সাড়ে ৮টার পর বন্ধ করে দেয়া- সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব।

তিনি বলেন, বৈঠকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত

● পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বন্ধ হচ্ছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের টিএসসি গেট

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। এর মধ্যে রাজু ভাস্কর্যের পেছনের গেট স্থায়ী ভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আজ-কালকের মধ্যেই এটি বন্ধ দেখতে পাবেন। গেট সংলগ্ন যে ভাসমান দোকান রয়েছে, সেগুলো স্থায়ী ভাবে উচ্ছেদ করা হবে। এটি দেখভালের জন্য গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি মনিটরিং টিম গঠন করা হবে।

আসিফ মাহমুদ জানান, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে। কোনো ব্লাংক স্পেস থাকবে না। সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে, যেটা মনিটর করবে ডিএমপি। এ ছাড়া উদ্যানে একটি পুলিশ বক্স স্থাপন করা হবে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আগামীকাল থেকেই রেইড দেয়া শুরু করা হবে। যেহেতু এখানে মাদকের বিষয় রয়েছে, তাই ডিএমপির সঙ্গে থাকবে নারকোটিক্স বিভাগ। রেডগুলো নিয়মিত হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।

আসিফ মাহমুদ আরো বলেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রতিদিন কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে- ছিনতাই হয়। এগুলো স্থায়ী ভাবে বন্ধ করতে হবে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা প্রয়োজন। উদ্যানে দীর্ঘদিন ধরে চলা অব্যবস্থাপনা, মাদক ব্যবসা এবং অপরাধ চক্রকে এড্রেস করা জরুরি ছিল। সাম্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের করণীয় কী।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় যৌথ ভাবে দেখভাল করে। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন উদ্দেশে এটি ব্যবহার করা হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক যত অপরাধ সংগঠিত হয়, এর ৭০-৮০ শতাংশের সংযোগ রয়েছে এই উদ্যানে। প্রলয় গ্যাংসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এই উদ্যানের সংশ্লিষ্টতা দেখা গেছে।

মাদক দ্রব্যের অবাধ বিচরণ বন্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে যদি একটি সামষ্টিক উদ্যোগ নেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ছোট খাটো ঘটনাগুলো প্রতিরোধের চেষ্টা করা যাবে। আগে যত বার রেইড হয়েছে, কেবল বহিরাগতদের পাওয়া গেছে-ব্যাপারটা এমন নয়। বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও পাওয়া গেছে। এগুলো বন্ধ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে দায়িত্বশীল এবং সচেতন ভূমিকা রাখতে হবে।'

সাম্য হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তের পর জানা যাবে, কে অভিযুক্ত। মামলাটি বিশেষ কোনো বডির কাছে হস্তান্তর করা হবে।'

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

এ ছাড়া গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. নজরুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পরেশনের প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

আজকের পত্রিকা

ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেন সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা। গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছুরিকাঘাতে খুন হন সাম্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাদকসেবীদের হাতে ঢাবি ছাত্র খুন, ক্যাম্পাস উত্তাল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যা

শাহরিয়ার আলম সাম্য

» স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, ভিসি-প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি ছাত্রদলের।

» সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাইকের ধাক্কাকে কেন্দ্র করে খুন।

» গ্রেপ্তার ৩ জন কারাগারে। একজনের বাড়িতে আগুন।

» আজ অর্ধদিবস ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাস-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছুরিকাঘাতে শিক্ষার্থী শাহরিয়ার আলম সাম্য (২৫) খুনের ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীরা গতকাল বুধবার দিনভর ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ, মিছিল ও মানববন্ধন করেছেন। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি করেছে ছাত্রদল। নিহত সাম্য ছাত্রদল নেতা ছিলেন।

সাম্য খুনের ঘটনায় জড়িত অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। তাঁদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ বলছে, তিনজনই মাদকসেবী। মঙ্গলবার রাতে তাঁরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়েছিলেন মাদক সেবন করতে। এ সময় মোটরসাইকেল ধাক্কা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে তাঁরা সাম্যকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

সাম্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র ছিলেন। থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের ২২২ নম্বর কক্ষে। তিনি এই হল শাখা ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলায়।

গ্রেপ্তারের পর তিনজন কারাগারে

সাম্য হত্যার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে রাজধানীর রাজাবাজার ও গ্রিন রোড এলাকা থেকে। তাঁরা হলেন মো. তামিম হাওলাদার (৩০), সম্রাট মল্লিক (২৮) ও মো. পলাশ সরদার (৩০)।

তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, গ্রেপ্তার তিনজনই 'বহিরাগত'। তাঁরা ১৫-২০ দিন আগে মাদারীপুর থেকে ঢাকায় আসেন। ফার্মগেট এলাকায় ফুটপাতে গেঞ্জির ব্যবসা শুরু করেন। থাকেন রাজধানীর রাজাবাজার এলাকায়। ঘটনার দিন সোহরাওয়ার্দীতে মাদক সেবনের জন্য গিয়েছিলেন।

শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মনসুর বলেন, সাম্যর ভাই শরীফুল ইসলাম বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় একটি হত্যা মামলা করেছেন। ওই মামলায় ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে গ্রেপ্তার দুজন ঘটনাস্থলে ছিলেন বলে তথ্য দিয়েছেন সাম্যর বন্ধু। ওই বন্ধুই তাঁদের শনাক্ত করেছেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

মাদকসেবীদের হাতে ঢাবি ছাত্র খুন, ক্যাম্পাস উত্তাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গতকাল বিকেলে গ্রেপ্তার তিনজনকে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তৌফিক হাসান। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামশেদ আলম তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক তৌফিক হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গ্রেপ্তার তিনজন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁরা প্রায় ২০ দিন আগে মাদারীপুর থেকে ঢাকায় আসেন। রাজাবাজার এলাকায় থাকেন। ঘটনার দিন তাঁরা মাদক সেবনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

ঘটনার বর্ণনা: সাম্যর বন্ধুরা জানান, মঙ্গলবার রাত ১১টার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন সাম্য। এ সময় অন্য একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের ধাক্কা লাগলে উভয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটি ও ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে সাম্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ডান পায়ের উরুতে আঘাত করে পালিয়ে যায় ওই মোটরসাইকেলের আরোহী। পরে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, মুক্তমঞ্চ ও রমনা কালীমন্দিরের মাঝখানের খোলা জায়গায় ক্রাইম সিন চিহ্নিত করে রেখেছে সিআইডি। সেখানে কয়েকটি ইট ও ঘাসের মধ্যে রক্ত লেগে রয়েছে।

কালীমন্দিরের ফটকের পাশে থাকা একাধিক দোকানির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতকাল রাত সাড়ে ১১টায় কয়েকজন মারামারি করে। কিন্তু কী নিয়ে, কেন মারামারি করেছে, তা তাঁরা জানেন না। পরে শোনেন যে একজন মারা গেছেন।

উপাচার্য, প্রক্টর ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি ছাত্রদলের: সাম্য খুন হওয়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে হাসপাতালে জড়ো হন তাঁর বন্ধু, সহপাঠী ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। পরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যান তাঁরা। রাত ২টার দিকে মিছিল ভিসি চত্বরে এসে জড়ো হয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে'; 'আমার ভাই মরল কেন, প্রশাসন জবাব দে' ইত্যাদি স্লোগান দেন।

একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নিলে উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান শিক্ষার্থীদের সামনে আসেন। তখন অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং উপাচার্যের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়ান। এরপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাচার্য ও প্রক্টর মিছিল নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান।

গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় সাম্য হত্যার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরের সামনে গিয়ে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। সমাবেশে উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবি তোলেন তাঁরা। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণাও দেন তাঁরা।

সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, 'অতিদ্রুত আমরা এই ভিসি ও প্রক্টরকে সরানোর অনুরোধ করছি সরকারের কাছে। না হলে আমরা এই সরকারকে সরাতে বাধ্য হব।'

আজ অর্ধদিবস ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ: বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবনের সামনে গতকাল মানববন্ধন করেন শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। এ সময় সাম্য হত্যাকাণ্ডের বিচার ও নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবি জানান তাঁরা। সাম্য হত্যাকাণ্ডের বিচার ও নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠন। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাম্য হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রদল।

গতকাল বেলা দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে বৈঠক করেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রতিনিধিরা।

বৈঠক শেষে বিকেলে উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান সাম্যকে হত্যার ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার শোক পালন ও অর্ধদিবস ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করেন।

উপাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজু ভাস্কর্যের পেছনের গেটটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে রমনা পার্কের মতো একটি স্মার্ট পার্ক হিসেবে গড়ে তোলা হবে।' এ ছাড়া নিয়মিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অভিযানের জন্য একটা টিমও গঠন করা হবে বলে জানান উপাচার্য।

সাম্যর মৃত্যু নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বলেন, 'সাম্যর মৃত্যু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘিরে কী ধরনের অপরাধ চলছে।' তিনি আরও বলেন, 'সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত থাকবে। শিক্ষার্থীদের দাবি সরকার গুরুত্বসহকারে দেখছে।' বিকেলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ।

কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা: গতকাল সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে সাম্যর মরদেহ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে তাঁর বিভাগে। সেখানে তাঁর প্রথম জানাজা হয়। পরে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সাম্যর দ্বিতীয় জানাজা হয়। এতে অংশ নেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মী, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে জানাজা শেষে বেলা আড়াইটার দিকে পরিবারের লোকজন, তাঁর বিভাগের শিক্ষক ও সহপাঠীরা মরদেহ নিয়ে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলায় গ্রামের বাড়িতে রওনা দেন।

গ্রামের বাড়িতে মাতম: সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সাম্যর গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে চলছে মাতম। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে দলীয় নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসী তাঁর বাড়িতে জড়ো হন। স্যাম্যর লাশ গতকাল রাত ৭টার দিকে বাড়িতে পৌঁছায়। রাত ১১টার দিকে জানাজা শেষে লাশ দাফনের কথা ছিল।

সাম্য বেলকুচির সরাতৈল গ্রামের ফরহাদ সরদারের ছেলে। তাঁর মা কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি সবার ছোট।

সাম্যর বড় চাচা কাউসার আলম বলেন, 'কী অপরাধ ছিল আমার ভাতিজার যে তাকে হত্যা করা হলো। এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। যারা এই হত্যার সাথে জড়িত, তাদের দ্রুত ফাঁসিতে ঝোলানো হোক।'

তদন্তে ৭ সদস্যের কমিটি: সাম্য হত্যার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে আহ্বায়ক করে গতকাল সাত সদস্যের কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটিকে আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মাদারীপুরে আসামির বাড়িতে আগুন: মাদারীপুর প্রতিনিধি জানান, সাম্য হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার মাদারীপুর সদর উপজেলার ঝাউদি ইউনিয়নের ব্রাহ্মন্দী এলাকার তামিম হাওলাদারের গ্রামের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। গতকাল রাতে এ ঘটনা ঘটে। কে বা কারা দিয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আটক তামিম হাওলাদার ওই এলাকার এরশাদ হাওলাদারের ছেলে।

The New Age

DU STUDENT KILLING

Protests, security concerns raised

Authorities announce mourning for today

DU Correspondent

THE killing of a Dhaka University student on the campus triggered protests and raised security concerns.

Shahriar Alam Shammo, a student of the Institute of Education and Research and a leader of the DU unit of Jatiyatabadi Chhatra Dal, died in an attack allegedly by miscreants in the Suhrawardy Udyan area Tuesday night.

The police arrested three people in this connection on Wednesday and a Dhaka metropolitan magistrate court sent him to jail.

Following the incident, the university authorities at an emergency meeting attended by the local government, rural development and cooperatives adviser Asif Mahmud Shojib Bhuyain and the university vice-chancellor professor Niaz Ahmed Khan, took some decisions to tighten security in the Suhrawardy Udyan area.

The decisions include

Continued on page 2 Col. 1

Protests, security concerns raised

Continued from page 1

beginning search operations at the udyan area from today, closing the udyan gate adjacent to the university's Teacher-Student Centre permanently, the formation of a monitoring committee led by the public works ministry with representatives from other concerned authorities for permanent development of the udyan like that of Ramna Park, and the installation of CCTV cameras, lights and a police box at the udyan.

The DU and Jahangirnagar University units of JCD staged demonstrations on their respective campuses on Wednesday demanding immediate arrest of and exemplary punishment for the attackers and ensuring a safe educational environment on the DU campus.

JCD central committee on Wednesday announced countrywide protest programmes for today including wearing black badges and staging sit-ins at all educational institutions.

DU authorities also declared Thursday as a mourning day and suspended classes and examinations for half-day today for the death of Shahriar.

The university authorities formed a seven-member committee to probe the death. The committee was asked to submit its report within three working days.

Unidentified miscreants set fire to the home of one of the arrested people, Tamim Hawlader, in the Brahmondi area under Sadar upazila in Madaripur Wednesday night, said Madaripur superintendent of police Md Naimul Hasan.

Different incidents of criminal activities including hijacking and sexual harassment, especially at night, are common in the Suhrawardy Udyan area.

A press release issued by the Dhaka Metropolitan Police on Wednesday said that Shahriar, a student of the 2018–19 session at the Institute of Education was passing near the Ramna Kali Mandir area inside the udyan with two of his fellow friends on his motorcycle at around 11:45pm on Tuesday.

An altercation reportedly broke out between them and 10 or 12 unidentified miscreants following a collision with a motorcycle of the second group.

The dispute escalated into a scuffle, during which Shahriar was stabbed in the right thigh with a sharp weapon while his friends were also hit by bricks.

The assailants fled the scene after the attack, the release said.

Shahriar's friends and locals then rushed him to Dhaka Medical College Hospital where doctors declared him dead.

The victim's brother SAM Shariful Alam filed a murder case with Shahbagh police station in connection with the incident, the release said.

Following drives, police arrested Md Tamim Hawlader, 30, Samrat Mallick, 28, and Md Polash Sarder, 30, all outsiders, from Sher-e-Bangla thana area Wednesday morning for their suspected involvement in the killing, it said.

The leaders and activists of the JCD on Wednesday noon staged a protest march at DU Campus demanding the resignation of vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan and proctor Saifuddin Ahmed, holding the university administration responsible for the murder.

The demonstrators held a brief rally in front of the VC's residence.

Following the brief rally, Shammo's namaz-e-janaza was held after Zuhr prayers inside the university's central mosque.

The DU unit of the Bangladesh Democratic Student Council on Wednesday submitted a memorandum demanding urgent steps to ensure safety on the campus.

The DU units of Socialist Students' Front and Islami Chhatra Andolan Bangladesh, in separate statements, condemned the incident.

Sada Dal, a platform of pro-BNP teachers and Dhaka University Human Rights Association condemned the incident in separate statements.

At around 7.30pm on Wednesday, a group of protesters of different student wings of political parties staged a protest procession on DU campus.

New Age correspondent at Jahangirnagar University reported that the university unit of the JCD organised a protest rally on Wednesday condemning the death and demanding justice.

Dhaka University has a total of 21 dormitories, including five for female students, with a capacity of around 16,000 seats against a total of around 37,000 students studying at the university.

The residential halls are overburdened.

কালের কণ্ঠ

প্রতিবাদে উত্তাল শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র হত্যার ঘটনায় ঢাবিতে বিক্ষোভ

- নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতার জন্য উপাচার্য ও প্রক্টরকে দায়ী করে তাঁদের পদত্যাগ দাবি
- তিন আসামি কারাগারে, ১০ দিনের রিমান্ড চাইবে পুলিশ
- তদন্ত কমিটি গঠনসহ ঢাবির একাধিক সিদ্ধান্ত
- বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ও ঢাবি প্রতিনিধি ▷ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য (২৫) খুন হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ও আসামিদের দ্রুত বিচারের দাবিতে গতকাল বুধবার ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রদল। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থতার জন্য উপাচার্য ও প্রক্টরকে দায়ী করে তাঁদের

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ৫

ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নেতা শাহরিয়ার আলম সাম্য হত্যার প্রতিবাদে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। ছবি : কালের কণ্ঠ

ছাত্র হত্যার ঘটনায় ঢাবিতে বিক্ষোভ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদত্যাগ দাবি করা হয়।

শাহরিয়ার আলম সাম্য

The New Nation

DU admin mourns death of Shammo

Staff Reporter

The Dhaka University (DU) administration has expressed deep shock and sorrow at the death of Shahriar Alam Shammo, a student of the Institute of Education and Research (IER) from the 2018-19 academic session.

According to a press release issued by Dhaka University, Shahriar Alam Shammo, a student of the Institute of Education and Research (IER), was stabbed to death by miscreants in the Suhrawardy Udyan area, opposite Bangla Academy, late on May 13, reports BSS.

"The university family is deeply shocked by this incident," read the press release.

Immediately after the incident, the university's Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed, Arts Faculty dean Professor Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan and Proctor Saifuddin Ahmed rushed to Dhaka Medical College Hospital and expressed condolences to the bereaved family of Shammo.

The university authorities also contacted higher authorities and strongly urged them to swiftly arrest the perpetrators and ensure exemplary punishment. Within four hours of the incident, three suspects were apprehended, and a drive is underway to arrest the remaining culprits, said the press release, adding the university administration is working to ensure a fair trial in this incident.

Shahriar was the Literature and Publications Secretary of the Sir A.F. Rahman Hall unit Chhatra Dal of Dhaka University.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

The New Nation

15-05-2025

As an initiation of the 'on-campus job' opportunity for Dhaka University students, Green Future Foundation Bangladesh launched an electric shuttle service in affiliation with the university. ■ NN photo

জনকণ্ঠ

১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

ঢাবি শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে ভার্সিটি এলাকায় চালু হয়েছে নিরাপদ বৈদ্যুতিক শাটল কার — জীবন ঘোষ